ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 314-316
www.allresearchjournal.com
Received: 22-08-2021
Accepted: 24-09-2021

Subash Mondal
Resources Person,
Department of Bengali,
MGGC, Mayabunder,
Andaman and Nicobar Islands,
India

Dr. Gouri Bepari
Resources Person,
Department of Economics,
MGGC, Mayabunder,
Andaman and Nicobar Islands,
India

Dr. Parbati Bepari
Resources Person,
Department of Economics,
MGGC, Mayabunder,
Andaman and Nicobar Islands,
India

Corresponding Author:
Subash Mondal
Resources Person,
Department of Bengali,
MGGC, Mayabunder,
Andaman and Nicobar Islands,
India

একুশে ফেব্রুয়ারি

Subash Mondal, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari

মূল বিষয়

1952 সালে পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল জোর করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে উর্দুকে মান্যতা দিতে কিন্তু বাঙালিদের মায়ের ভাষা বাংলার উপর এই ধরণের পাকিস্তানীদের আদেশ মেনে নিতে পারেনি বাংলার দামাল ছেলেরা । মায়ের ভাষা রক্ষার দাবিতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই প্রতিবাদী হয়ে নেমে পড়ে রাস্তায় । মিছিলে মিছিলে ভোরে ওঠে ঢাকার রাজপথ । 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি শাসকের সেই আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেনি, তারা ভাষার জন্য আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর লেলিয়ে দেয় তাদের পিটুয়া পুলিশ বাহিনী । পুলিশের গুলিতে রাজপথে নিহত হন রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম,বরকত সহ অনেকেই । তাদের অপরাধ ছিল তারা তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবেসেছিল ।

মূল শব্দ: আন্তর্জাতিক, সংগ্রাম, মাতৃভাষা, বলিদান , উজ্জাপিত , উর্দু , পাকিস্তান, 21শে ফেব্রুয়ারি

ভূমিকা

একুশে ফেব্রুয়ারী এখন শুধু মাত্র বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের আরো বহু জায়গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উজ্জাপিত হয়, তবে এর উৎস অবশ্য বাংলাদেশে। এই দিনটি শুধু মাত্র ঐতিহাসিক দিন নয়, মাতৃভাষা প্রেমী মানুষদের কাছে সংগ্রামের বা বালিদানেরও স্মারক । তাই কবিকন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলতে পারি "

এই দিনে মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে যে সকল সংগ্রামীরা তাদের জীবনকে বাজি রেখে সংগ্রামে নেমেছিলেন তাদের চরম এবং পরম সার্থকতার দিন। অর্থাৎ উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে. সংগ্রাম হয়েছিল তারই ফসল হল এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি।

প্রেক্ষাপট

1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অখণ্ড ভারতকে ভারত পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর বাংলা ভাষা ভাষীর মুসলমান সাম্প্রদায়কে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় l

ভারত যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই এখানে ধর্ম বা ভাষাগত কোনো প্রভেদ সমস্যা না থাকলেও পাকিস্তানে কিন্তু ভাষা-ভাষী নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়l যেখানে উর্দুভাষাকে জোর করে রাষ্ট্রে ভাষার মান্যতা দিয়ে সর্বোসাধারণের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা একথা মেনে নিতেপারেনি lr

1948 সালে আপন মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন শুরু হয় এবং 1952 সালে 21শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে নেমে পড়া ছাত্র জনতার উপর লেলিয়ে দেয় তাদের পিটুয়া পুলিশ বাহিনী l পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার ও রফিকুদ্দিনের মতো অনেক ছাত্র যুবকেরা l এছাড়া আরো আহত হয় অসংখ্য ছাত্রদল । সেদিন ঢাকার রাজপথে মাতৃভাষার জন্য শহীদের এই বলিদান দেশের জনতাকে এক ইতিহাসের সম্মুখীন করে l

শামসুর রাহমান তাই লিখেছেন-

> উনিশশো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পবনে ই
> বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিয়সী।

* উৎস

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান যে রাজ্য গঠন করার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন সেখানেই ছিল একনায়কতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি l যে কারণে এক ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন সফল হাওয়ায় তারা উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন , আর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা
ভাষা- ভাষীর মানুষদের ইচ্ছা বা স্বপ্নকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো l
1947 সালে যখন জিয়াউদ্দিণ আহমেদ উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব জানায়, তখন মহম্মদ শহীদুল্লাহ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন l আর ঠিক এই সময়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলনে , এই সমস্ত ভাষা আন্দোলনকারীদের উৎসাহ বা সমর্থন করেছিলেন সৈয়দ আলি, আসরফ সৈয়দ আলি, আহমাদ কাজি মোতাহার হোসেন এবং আরো অনেক শিক্ষাবিদরা l
এর পর 1952 সালের 26 জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব একটি জনসভায় উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করলে, তা বিরাট সংগ্রামের আকার ধারণ করে l পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা-ভাষীর মানুষেরা মেনে নিতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে l

* মাতৃভাষার গুরুত্ব

মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবীদরা তাদের নিজের নিজের মতবাদ প্রদান করেছেন l কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন - " মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম "

অর্থাৎ মায়ের দুধ ছাড়া যেমন কোনো শিশুর শারীরিক গঠন , সঠিক পুষ্টি বা মানসিক বিকা7শ ঘটে না, মেটনা অন্তরের অব্যক্ত সাধ বা আশা। ঠিক তেমনই মাতৃভাষা ছাড়া মানুষ শতস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ করতে পারেনা তার মনের ভাব, আশা বা আশঙ্কায় 1 মাতৃভাষাই হল মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ভিত্তিভূমি। তাই তো মাতৃভাষা - মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা, মনের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম 1

সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে সর্ব সাধারণের জন্য[1] বাধ্যতামূলক করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন 1 সেই সময়ে তাঁরা যুক্তির মান্যতা না পেলেও আজ কিন্তু সকলেই সেই যুক্তি স্বীকার করেছেন 1

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন. -

" কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে তাহাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয় "

উপসংহার

1961 সালের 19 শে মে শিলচরে ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিল এগারোজন বাঙালি 1 কেউ শহিদ হয়েছিল মাতৃভাষার মর্যাদা দানের লক্ষে আবার কেউ বা হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য আন্দোলনে 1 কিন্তু বাংলাদেশের 21 শে ফেব্রুয়ারি sakoler থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র বলেই এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষিত করা হয়েছে 1

গ্রন্থ পুঞ্জি

1. নির্বাচিত রচনা সংকলন - ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য।
2. নির্বাচিত ভাবসম্প্রসারণ সংগ্রহ - ডঃ শুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়।